দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

SEP 15 2002

নতুন রণকৌশল

ঢাবি বুয়েটে ছাত্রদল শিবির থাকবে সামনে পুলিশ পিছনে

শংকর কুমার দে ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) খোলার পর রণকৌশলের ন্যায়

(৭- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি বুয়েটে সামনে

(প্রথম পাতার পর)

আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই কৌশল অনুযায়ী ছাত্রদল-ছাত্রশিবির থাকবে 'ফ্রন্ট লাইনে'। পুলিশ-বিডিআর থাকবে 'ব্যাক লাইনে'। সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকরা মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যাসহ সাত দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আইনশৃঙ্খলা অবনতির পর্যায়ে নিয়ে গেলে একযোগে দুই ফ্রন্টই কাজ করবে। সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় বলা হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের পক্ষের ছাত্র সংগঠন না থাকায় সরকার পক্ষের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট খোলার পর আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগাতে হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট খোলার পর সেখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হতে পারে সে ব্যাপারে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আলাপ-আলোচনায় নীতিনির্ধারক মহল আশঙ্কা করেছেন যে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে। আইনশৃঙ্খলা অবনতি ঘটলে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের আশঙ্কা অনুযায়ী শুধুমাত্র পুলিশ-বিডিআর দিয়ে মোকাবিলা করতে গিয়ে বড় ধরনের অঘটন ঘটে গেলে জনমত ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষে যেতে পারে। ক্ষমতাসীন দলের পক্ষের ছাত্র সংগঠনগুলোকে ফ্রন্ট লাইনে দিয়ে তাদের মোকাবিলা করা হলে নানা ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করার জন্য সুবিধা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট খুলে দেয়ার আগেই ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরকে গোপনে সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামানো হচ্ছে। বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার প্রথম দিনেই মাঠে নামার প্রস্তুতির মহড়া প্রদর্শিত হতে পারে। পাল্টা কর্মসূচীর আড়ালে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির এই মহড়া প্রদর্শন করে সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। এভাবে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির থাকবে ফ্রন্ট লাইনে। সংঘর্ষ-সংঘাত না বাধা পর্যন্ত ফ্রন্ট লাইনে কাজ করে যাবে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে ফ্রন্ট লাইনকে সহায়তা করার জন্য ব্যাক লাইনের পুলিশ-বিডিআর তাদের সহায়তা দিয়ে সামনে এগিয়ে আসবে। দুই ফ্রন্টকে সামনে রেখেই খুলে দেয়া হচ্ছে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সরকারের নীতিনির্ধারক মহল সূত্র জানিয়েছে, তারপরও পরিবেশ পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় সেটার ওপরও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ কৌশল নির্ভর করবে। তাৎক্ষণিকভাবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট খুলে দেয়ার দিন ঘটনাস্থলের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা মহানগর পুলিশ সদর দফতর সর্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।